২৭-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই জ্ঞানমার্গে গাম্ভীর্যের গুণ ধারণ করা খুবই জরুরি। কখনো যেন নিজের মধ্যে অভিমান না আসে। মাতাদেরকে সম্মান করো।"

প্রশ্ন : - সকল বাচ্চাদের প্রতি বাবার কি আশা রয়েছে? কখন সেই আশা পূরণ করতে সক্ষম হবে?

উত্তর : - বাবার আশা হল - বাচ্চারা এমন পুরুষার্থ করবে, যাতে নর থেকে নারায়ণ হয়ে দেখাবে। এর দ্বারা-ই বাবার শো (প্রদর্শন) হবে। এমন শো (প্রদর্শনী) করো যাতে বাবারও গায়ন হয় এবং বাচ্চাদেরও গায়ন হয়। বাবা বলেন- বাচ্চারা, তোমরা যদি নর থেকে নারায়ণ হও, তাহলে তোমাদেরও মন্দির তৈরি হবে এবং আমারও মন্দির তৈরি হবে। এইরকম পূজ্য হওয়ার জন্য ফাদারকে ফলো করো। নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করো - আমি পুরোপুরি ফলো করব

গীত:- জিস দিন সে মিলে হম তুম... (যেদিন থেকে তোমার আর আমার মিলন হয়েছে)

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা অনুভব করছে যে নুতন দুনিয়ার জন্য আমরা সব নুতন কথা শুনছি। আমাদের এই ভালোবাসাও নুতন। অন্য কেউ এইভাবে সামনে বসে পরমপিতা পরমাত্মাকে ভালবাসে না। তাই এইসব হল নুতন কথা। তোমরা জানো যে বাবা হলেন পতিত পাবন। পুরাতন দুনিয়াকে পতিত এবং নুতন দুনিয়াকে পবিত্র বলা হয়। তাই তোমাদের নুতন দুনিয়ার প্রতিই ভালোবাসা জন্মাবে। তোমরা জানো যে এখন আমাদের নুতন দুনিয়া স্বর্গের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। সেই দুনিয়াকে শিবালয় বলা হয়। এটা হল বেশ্যালয়। এখানে বরাবর বিকারী মানুষরাই থাকে। সত্যযুগে যেহেতু সবাই নির্বিকারী হবে, তাই তাকে শিবালয় বলা হয়। শিববাবাই এইরকম নির্বিকারী দুনিয়া স্থাপন করেন। তোমরা জানো যে, নুতন দুনিয়াতে যেসব দেবী-দেবতারা ছিল, তাদের-ই ছবি এই পুরাতন দুনিয়াতে রয়েছে। ভারতবাসীরা তো সবকিছু ভুলে গিয়ে হিন্দুস্থান বলে দেয়। বলা হয়- আমাদের এই হিন্দুস্থান খুব সুন্দর। নিশ্চয়ই কখনো খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু বাস্তবে এর নাম হিন্দুস্তান নয়। একে ভারতভূমি বলা হয়। তাই বাচ্চারা জানে যে এইসব হল নুতন কথা। এইরকম কথা আগে কখনো শুনিনি। গোটা দুনিয়ার থেকে এই জ্ঞান আলাদা। ভারতবাসীদের অনেক মন্দির আছে। খ্রিস্টানদের তো কেবল চার্চ আছে। হয়তো আলাদা আলাদা চার্চ বানায়। সত্যযুগে কোনো মন্দির থাকবে না। কারন সেখানে চৈতন্য দেবতাদের রাজত্ব থাকবে। দেবতারা নুতন দুনিয়া অর্থাৎ শিবালয়ে রাজত্ব করত। তোমরা জানো যে এখন আমরা নুতন দুনিয়াতে যাচ্ছি। কখনো যেন এইরকম খেয়াল না আসে যে বাবা নুতন বাড়ি তৈরি করেছেন। বাস্তবে তো পুরাতন দুনিয়াতে এটাও পুরাতন। আমাদের মনে এখন নুতন দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা আছে। সম্মুখে বসে থাকা পরমাত্মার সাথে আত্মাদের ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের ব্রহ্মার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। তোমরা জানো যে আমাদের ভালোবাসা কেবল শিববাবার সাথেই। অন্য কারোর সাথে নয়। হয়তো তোমাদের নাম বি.কে., কিন্তু ব্রহ্মার প্রতি ভালোবাসা নেই। ব্রহ্মা তো দেহধারী, তাই না? তিনি জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে আসেন। তোমাদেরকে দেহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে না। দুনিয়ার গুরুরা তো নিজের নাম রেখে দেয় সচ্চিদানন্দ। কিন্তু সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ তো কেবল পরমাত্মাকেই বলা হয়। আত্মাদের রূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ এবং শান্ত ছিল। এখন সঙ্গমযুগে তোমরা পুনরায় সেইরকম হচ্ছ। যেমন বাবার মহিমা

করা হয়- জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর... সেইরকম তোমাদের রূপও সৎ-চিৎ-আনন্দ। বীজ এবং বৃক্ষকে স্মরণ করলেই সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে চলে আসে। মোট ৫টা যুগ আছে। এখন সঙ্গমযুগ। এই সঙ্গমযুগের কথা দুনিয়ার মানুষ জানে না। হয়তো সামান্য কিছু জানে, কিন্তু সত্যযুগে কে রাজত্ব করত, কিভাবে রাজত্ব চলত - এইসব বিস্তারিত ভাবে জানে না। তোমরা এখন রাজত্ব নিচ্ছ। পুনর্জন্ম নেওয়ার এই চক্রতে তো আসতেই হবে। কেউই সর্বদা স্বর্গে থাকতে পারে না। এখনই স্বর্গ এবং নরকের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন কলিযুগ আছে, এরপর সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। তাহলে পরমপিতা পরমাত্মা নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই আসেন। তাঁর মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। একজনের মহিমা অন্যজনের সাথে একই হতে পারে না। প্রত্যেকের নিজ-নিজ কর্তব্য এবং সংস্কার আছে। একজনের সাথে অন্যজনের মিলবে না। প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই নিজ-নিজ পার্ট আছে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে আত্মা ৮৪ জন্ম নেয়। তোমরা এখন নুতন কথা শুনছ। দুনিয়ার মানুষ তো মনে করে কৃষ্ণই হল গীতার ভগবান। বাবা এখন বলছেন যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়। ভগবানুবাচ হল- আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদের রাজা অর্থাৎ নর থেকে নারায়ন এবং নারী থেকে লক্ষ্মী বানাই। বাবা প্রশ্ন করেন- তুমি সূর্যবংশী নারায়ন হবে, না কি চন্দ্রবংশী রাম হবে? বাচ্চারা উত্তর দেয় - বাবা, লক্ষ্য তো আছে সূর্যবংশী হওয়ার। তার মধ্যেও ক্রম তো থাকবেই। ব্যারিস্টারদের মধ্যেও কেউ খুব ভালো এবং কেউ দুর্বল হয়। কোনো কোনো সার্জেন লক্ষ-লক্ষ টাকা কামায়, কেউ আবার খুব কম উপার্জন করে। সবকিছু পড়াশুনার ওপরেই নির্ভর করে। তোমাদের মধ্যেও কেউ আছে যে অনেক উপার্জন করবে, সিংহাসনে বসবে। এটা হল বেহদের বিশাল ঈশ্বরীয় কলেজ। ঐসব কলেজগুলোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটা হল অসীমের কলেজ, অনেকজন পাশ করবে। সুতরাং তোমরা এখন নুতন কথা শুনছ। তোমরা এখন বুঝেছ যে কেবল পরমাত্মা-ই তোমাদের মতো অবলাদেরকে বল প্রদান করেন। তোমরা জানো যে পরমাত্মা পিতার কাছ থেকে আমরা অনেক শক্তি পাই। আমরা হলাম ওয়ারিয়র্স (সেনা), এখন যুদ্ধের ময়দানে দাড়িয়ে আছি। এইগুলো তো নুতন কথা, তাই না? গীতাতে পাণ্ডব এবং কৌরবদের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনো লড়াই হয়নি। প্রত্যেকটা কথাই নুতন। কৃষ্ণ তো ভগবান নয়। তিনি হলেন নুতন দুনিয়ার সূচনা (অল্ফ)। এইসব হল নুতন কথা। লক্ষ্মী-নারায়ণের মাধ্যম নুতন দুনিয়ার সূচনা হয়। তারপরে তাদের বাচ্চারা থাকে। সুতরাং লক্ষ্মী-নারায়ন হলেন সত্যযুগী মনুষ্য সৃষ্টির সূচনা(অল্ফ)। ব্রহ্মা হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টির সূচনা (অল্ফ)। তাঁর আগে আছেন অল্ফ অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা। পরে তিনি ব্রহ্মার দ্বারা সূচনা করেন। তারপরে লক্ষ্মী-নারায়নের দ্বারা সূচনা করেন। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ-বংশী। গায়ন আছে, ব্রহ্মা হলেন ব্রাহ্মণ বংশের প্রধান। হয়তো ওরাও ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নাম কি কখনো শুনেছ? গীতাতেও এই নাম নেই। সুতরাং এইগুলো হল নুতন কথা। ভারতকে হিন্দুস্তান বলা হয়। তাই ধর্মটাকেও হিন্দু বলে দিয়েছে। নিজস্ব প্রাচীন ধর্মকে জানে না। যেন দেবী-দেবতা ধর্মের কোনো অস্তিত্বই নেই। নিজের ধর্মকে না জানার কারণে বলে দেয় যে সকল ধর্মই এক। এখানে সকল ধর্মাবলম্বীরাই থাকতে পারে। যার ইচ্ছে আছে, সে থাকবে। সবার জন্যই মুক্ত। সকল ধর্মকেই সম্মান দেওয়া হয়। যেকোনো ধর্মের মানুষ এখানে এসে থাকতে পারে। অন্যান্য জায়গায় তো অন্য ধর্মের মানুষদেরকে বার করে দেয়। সিংহল, বর্মা ইত্যাদি জায়গা থেকে ভারতীয়দেরকে বার করে দেয়। বাস্তবে ভারতের ধর্ম হল প্রাচীন দেবী-দেবতা ধর্ম। কিন্তু ওরা তো বলে - যে কেউ এসে থাকতে পারে। সবাই তো একসাথে থাকতে পারে না। যেখানে সেখানে ধর্ম নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়। বলা হয়, ভারত সমস্ত ধর্মকেই আশ্রয় দেয়, তাই ভারতের এত মহিমা। এখন তোমরা সব নুতন কথা শুনছ। এখন ভারতে কেউই দেবী-দেবতা ধর্মের নয়। আমরা সেই

নুতন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। শিববাবা স্বর্গ রচনা করেন। ব্রহ্মার সন্তান তো সকলেই, কিন্তু ব্রাহ্মণদেরই বিশেষ গায়ন রয়েছে। তাদেরকে কখন রচনা করা হয়েছিল? নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগে। বর্ণের চিত্রটাও ভালোভাবে দেখাতে হবে। একেবারে ওপরে আমরা ব্রাহ্মণরা রয়েছি, তারপরে ক্রমে ক্রমে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র হই। এই জ্ঞান হল অতি গুহ্য এবং মনোরঞ্জক। কিন্তু খুব কম জনের বুদ্ধিতেই এটা ধারণ হয়।

তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞানটাকে ভালোভাবে ধারণ করো, কখনো ব্রাহ্মণীদের ওপরে চটে যেও না। রাগ করে পড়া ছেড়ে দিলে চলবে না। না হলে রসাতলে চলে যাবে। বাবা তো জ্ঞান শোনানোর জন্যই এসেছেন। তাই অবশ্যই শোনা উচিৎ। ভক্তিমার্গে গীতা শোনার জন্য অনেক নিয়ম থাকে। মানুষ পুরো নিয়ম মেনে গীতা শোনে। মন্দিরেও নিয়ম মাফিক যায়। প্রতিদিন নিয়ম পালন করে। তোমাদের নিয়ম তো খুব কঠোর। প্রথমে এক ঘন্টা, আধ ঘন্টা... তারপর ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বুদ্ধির তালা খুলবে। শিববাবা বিচার সাগর মন্থন করেন না। তার বিচার সাগর মন্থন করার প্রয়োজন হয় না। তোমাদের দরকার আছে- কাকে কিভাবে বোঝাতে হবে? কখনো রেগে যেও না। পরস্পরকে সম্মান দিতে হবে। কোনো কোনো বাচ্চা মহারথীদেরকে সম্মান করতে জানে না। ব্রাহ্মণীরাই হল মুখ্য। অন্তত ১০-১২ জনকে তো নিজের সমান বানায়। তাই তাদেরকে সম্মান করতে হবে। তোমরা হলে শিববাবার এজেন্ট। সকল এজেন্ট তো একইরকম হয় না। হয়তো বিভিন্ন ক্রম থাকে, কিন্তু সবাই তো এজেন্ট, তাই না? কেউ কেউ খুব ভালো ভাবে ধারণ করে। দিন-রাত সেবারত থাকে। শিববাবাও এখানে সেবা করতে এসেছেন। বাবা বলেন, আমি ডবল কাজ করি। ভক্তদেরও সেবা করি। তোমরা জানো যে কে সমগ্র দুনিয়াতে সাক্ষাৎকার করানোর কর্তব্য করেন। হয়তো ড্রামাতে সবকিছু আগে থেকেই নিহিত রয়েছে। ঠিক সেই সময়েই সাক্ষাৎকার হয়। তখন মনে করে যে গড ফাদার দিব্য দৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। যেখানে সেখানে সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। এইসব সাক্ষাৎকারও ড্রামার মধ্যেই রয়েছে। এইসব বোঝার জন্য বিশাল বুদ্ধি প্রয়োজন। এইগুলো হল নুতন কথা। বুদ্ধিতে যেন সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হতে থাকে। কারোর কারোর স্ব-দর্শন চক্র ভালোভাবে ঘোরে, কারোর আবার কম ঘোরে। তোমরা হলে স্ব-দর্শন চক্রধারী। ক্রমানুসারে সেবার জন্য বুদ্ধি চলতে থাকে। কারোর কারোর তো স্ব-দর্শন চক্র একটুও ঘোরে না। বাতাস তো সবার জন্য একই রকম প্রবাহিত হয়, কিন্তু কারোর খুব জোরে ঘোরে এবং কারোর খুব আস্তে আস্তে ঘোরে। স্ব-দর্শন চক্র না ঘোরালে পদ কিভাবে পাবে? এইগুলো হল নুতন কথা। বাবা বোঝাচ্ছেন, উত্তরাধিকার যদি নিতে চাও, তাহলে এখনই নাও। নাহলে পরে আফসোস করবে, কাঁদবে। টিচারের শো করতে হবে। এটা কত বড় কলেজ। ভালোভাবে পড়লে ভালো পদ পায়। প্রতিজ্ঞা কর যে আমি মাদার-ফাদারকে পুরো ফলো করব। এমন নয় যে ব্যারিস্টারের সন্তানও ব্যারিস্টার হবে। না, কেউ হয়তো ডাক্তার হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে। কেউ আবার শয়তান ডাকুও হতে পারে। বাবা বলছেন, আমাকে শো করার জন্য তোমরা নর থেকে নারায়ন হয়ে দেখাও। তাতে আমারও গায়ন হবে, তোমাদেরও গায়ন হবে। তোমরাও দেবতা হয়ে যাবে। আমারও মন্দির হবে, তোমাদেরও মন্দির হবে। মুখ্য রূপে তো শিববাবার মন্দির হওয়া উচিত। এরপর তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মা এবং বাচ্চারা। দিলওয়াড়া মন্দিরের ভ্যারাইটি আছে। এটা হল সবথেকে ভালো স্মরণ চিহ্ন। তোমরা এখন চৈতন্য রূপে বসে আছ। শক্তিকে সিংহের ওপরে, মহারথীকে হাতির ওপরে দেখানো হয়। দেখানো হয়েছে- হাতিকে এক বিশাল কুমির গিলে নিয়েছিল। বাবার স্মরণে না থাকলে মায়াও কুমিরের মতো গিলে নেবে। ভালো ভালো মহারথীদেরকেও মায়া কুমিরের মতো গিলে নেয়। এবিষয়ে খুব গম্ভীর হতে

হবে। 'আমি এটা করেছি'- এইরকম অহঙ্কার যেন না আসে। প্রত্যেকটা বিষয়ে যতটা সম্ভব মাতাদেরকে আগে রাখতে হবে। মাতাদেরকে সম্মান করতে হবে। মাতাদের হাতেই সব চাবি থাকা উচিত। মাতাদের দ্বারা খবরাখবর পাঠাতে হবে। তবে হ্যাঁ, কোথাও কোথাও মাতা অথবা কন্যার থেকে কুমার বেশি হুঁশিয়ার হয়। সেক্ষেত্রে তাকে রায় লিখে দিতে হবে। রাজা হুকুম জারি করলেও রাজত্ব করে আসলে রানী। আগে রানী, পরে রাজা। আগে তো মাতা গুরুদের দরকার। পুরুষদের গুরু হওয়ার নিয়ম নেই। মাতাদেরকেই আগে রাখতে হবে। এটাই নিয়ম। হয়তো কোথাও কোথাও পুরুষরাও নিমিত্ত হয় এবং মাতাদেরকে জ্ঞানে নিয়ে আসে। কিন্তু মাতাদের সংখ্যাই বেশি। 'আমি সব জানি', 'আমি খুব হুঁশিয়ার'- এইরকম অহঙ্কার যেন না আসে। মাতাদেরকে হুঁশিয়ার বানাতে হবে। মাতাদের দ্বারা-ই সেন্টার চালাতে হবে। অন্তিম সময়ে মাতাদের দ্বারা-ই সন্ন্যাসীরা তিরবিদ্ধ হবে। সুতরাং নিয়ম অনুসারে চলতে হবে। যে পরমপিতা পরমাত্মার নিন্দা করবে, সে কখনোই উঁচু পদ পাবে না। বাবা সবাইকেই সাবধান করছেন। খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। কারোর কথা যদি পছন্দ না হয় তাহলে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দাও। ক্রোধ খুব লোকসান করে দেয়। কেউ কেউ পত্রতে লেখে- ক্রোধকে কেন কাম বিকারের আগে স্থান দেওয়া হয় না? কিন্তু কাম বিকার তো আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়েছে। পতিত-পাবন রূপে কেবল বাবার-ই মহিমা করা হয়। সন্ন্যাসীরা তো পবিত্র বানাতে পারবে না। সুতরাং তোমরা নুতন কথা শুনছ। স্বয়ং ভগবান বসে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তাঁকেই শ্রী শ্রী বলা হয়। তাঁর পরে এই মনুষ্য সৃষ্টিতে শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ, শ্রী রাম, শ্রী সীতা ইত্যাদি বলা হয়। আচ্ছা, এনাদেরকে এইরকম শ্রেষ্ঠ কে বানিয়েছেন? শ্রী শ্রী শিববাবা বানিয়েছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে থাকতে হবে। পরস্পরকে সম্মান করতে হবে। রেগে গিয়ে কখনো পড়া ছেড়ে দিও না।

২) ক্রোধ খুবই ক্ষতিকর, তাই কোনো কথা পছন্দ না হলে সেটা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দিতে হবে। ক্রোধ করা যাবে না। খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে।

বরদান:- বহির্মুখিতার রসের আকর্ষণের বন্ধন থেকে মুক্ত থেকে জীবনমুক্ত হও

বহির্মুখিতা মানে ব্যক্তির ভাব-স্বভাব এবং ব্যক্ত ভাবের ভাইব্রেশন, সংকল্প, কথা-বার্তা এবং সম্বন্ধ-সম্পর্ক দ্বারা একে অপরকে ব্যর্থ বিষয়ের দিকে উৎসাহিত করা, সর্বদা কোনো না কোনো ব্যর্থ চিন্তা করা অর্থাৎ আন্তরিক সুখ, শান্তি, শক্তি থেকে দূরে থাকা। এই বহির্মুখিতার রসও বাইরের দিকে যথেষ্ট আকর্ষণ করে। তাই সর্বাগ্রে এটাকে ত্যাগ কর। এই রসই সূক্ষ্ম বন্ধনের রূপ ধারণ করে সফলতার লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই বন্ধনগুলো থেকে মুক্ত হলেই জীবনমুক্ত বলা যাবে।

স্লোগান:- যে ভালো-খারাপ কর্মের নিমিত্ত কর্তার প্রভাবের বন্ধন থেকে মুক্ত অর্থাৎ সাক্ষী বা করুণাময়, সে-ই হল তপস্যী।